তুরস্কের অভিযোগের জবাবে যা জানাল ইরান

তুরস্কের কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী পিকেকে সদস্যদের উপস্থিতির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। তুরস্কের এমন অভিযোগকে ভিত্তিহীন দাবি বলে অভিযোগ করেছে দেশটি।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি’র সেনা কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মাদ পাকপুর বলেছেন, ইরান-তুরস্ক সীমান্তে দু’দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে এবং এই সীমান্ত দিয়ে তুর্কিবিরোধী কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের ইরানে প্রবেশের সুযোগ নেই।

সম্প্রতি তুর্কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমান সোইলু দাবি করেছিলেন, পিকেকে’র কিছু সদস্য ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করছে। তার এ দাবির জবাবে আইআরজিসি’র কমান্ডার এসব কথা বলেন। খবর পার্সটুডের।

জেনারেল মোহাম্মাদ পাকপুর বলেন, তুর্কি কর্মকর্তারা কেন এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা উপলব্ধি করা তেহরানের জন্য কঠিন বিষয় নয়।

তিনি বলেন, সম্প্রতি তুরস্কের অভ্যন্তরে কিছু সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে নিজেদের ভাবমর্যাদা রক্ষা করার জন্য তারা এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। সূত্র-যুগান্তর

ফের মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে ইরানে

ফের করোনায় ইরানে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। টানা দুই মাস পর দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। রোববার দেশটির স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়। খবর-রয়টার্স।

দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৮৩৭ জনে। আর দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৮৭ হাজার ৪২৭ জনে পৌঁছেছে।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এক ঘোষণা দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সিমা সাদাত লারি বলেন, এটা আমাদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক, আজ আমরা তিন সংখ্যায় অবস্থান করছি।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, ইরান সর্বশেষ ১৩ এপ্রিল শতাধিকের ওপর মৃত্যুর সংখ্যা জানিয়েছিল। সেখানে ১১১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারানোর কথা বলা হয়েছিল। সূত্র-যুগান্তর

শতাধিক মদের বোতলসহ তামিল অভিনেত্রী আটক

তামিল অভিনেত্রী রাম্যা কৃষ্ণাণের গাড়ি থেকে একশরও বেশি মদের বোতল উদ্ধার করেছে চেন্নাই পুলিশ। এ ঘটনায় তাকে পুলিশি হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জিনিউজ জানিয়েছে, দক্ষিণ ভারতের মামল্লপুরম থেকে চেন্নাই যাওয়ার পথে চেঙ্কালপেট নামক জায়গায় চেকপোস্টে রাম্যার গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ।

এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৯৬ বোতল বিয়ার এবং ৮ বোতল ওয়াইন উদ্ধার করা হয়। যা বৈধ নয়।

সেসময় রাম্যা ও তার বোন বিনয়া কৃষ্ণাণ গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। গাড়িতে মদের বোতল পাওয়ায় তাদের পুলিশি হেফাজতে নেয়া হয়। গাড়ির চালক গ্রেফতার করা হলেও জেরা করার পর ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি পান রাম্যা এবং তার বোন।

ভারতের দীর্ঘ দিনের লকডাউনের পরে তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশনের শাখাগুলোতে মদ বিক্রি শুরু হলেও চেন্নাইতে এখনও শুরু হয়নি।

এর মধ্যেই শতাধিক মদের বোতল নিয়ে পুলিশের কাছে আটক হলেন ‘বাহুবলী’খ্যাত অভিনেত্রী রাম্যা। সূত্র-যুগান্তর

একদিনে দুই আপনজনকে হারালাম: প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং দলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ও ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহর মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার জাতীয় সংসদের ভাষণে এই দুই নেতাকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, যাদের সব সময় পাশে পেয়েছি, তাদের মধ্যে দুই আপনজনকে একদিনেই হারালাম, এটি খুবই কষ্টের।

এদিন এই দুই সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে সংসদে আনা একটি শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। এর আগে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন সংসদ সদস্য।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, একই দিনে পরপর দুজনের মৃত্যু খুবই কষ্টকর। আমাদের এই সংসদে বারবার শোক প্রস্তাব আনতে হচ্ছে।

শোক প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী দুই নেতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তাদের পরিবার সদস্যদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

নাসিম ও আব্দুল্লাহকে স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি দেশে ফেরার পর রাজনীতি করার মত পরিবেশ ছিল না। পদে পদে আমাকে বাধার সম্মুখীন

হতে হয়েছে। এ সময় যে দুজনকে আমি সব সময় পাশে পেয়েছি, একই দিনে তাদের হারালাম।

‘ওয়ান-ইলেভেনের’ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তখনকার সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের সময় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম কারাগারে থাকাবস্থায় স্ট্রোক করে পড়ে ছিলেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই সময় কারাবন্দি সালমান এফ রহমানের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স সবসময় জেলগেইটে রাখা থাকত তার পরিবারের পক্ষ থেকে। ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে মোহাম্মদ নাসিমকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় বলে তিনি সেই যাত্রায় বেঁচে যান। তবে ওই সময় তার শরীরের একপাশ অবশ হয়ে যায়।

আবেগাপ্লুত আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ‘অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে এখানে দাঁড়াতে হচ্ছে। মাত্র ১০ তারিখে (১০ জুন) আমরা পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু করলাম। তখন একজন মাননীয় সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। শোক প্রস্তাব নিয়েছি।

কয়েকটা দিন মাত্র গেল। আজ ১৪ তারিখ। আমরা হারালাম আমাদের সংসদের সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে। সকালে পেলাম তার মৃত্যুর খবর, আর রাতে ১০টা-সাড়ে ১০টায় আবদুল্লাহ সাহেবের কথা শুনলাম অসুস্থ। হাসপাতালে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে না গিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সিএমএইচে। যাওয়ার পথে জাহাঙ্গীর গেইট পার হতে না হতে একটা অ্যাটাক হল। খুব অল্প সময়ে মধ্যে পরপর তিনটা অ্যাটাক। একই দিনে দুজনের মৃত্যু। আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর…।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করেনাভাইরাসে এমন একটি অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে দলের কেউ মারা গেলে তার পরিবারের কাছে ছুটে গিয়ে সান্ত্বনাটুকু তিনি দিতে পারছেন না।

সংসদে আসতে বাধা পেয়েছেন জানিয়ে সংসদ নেতা বলেন, আজকে আমি সংসদে আসব, কিন্তু আমাকে অনেক জায়গা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ভীষণভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, ‘না না আপনি যাবেন না, নেত্রী যাবেন না’। আমি বললাম গুলি, বোমা, গ্রেনেড কত কিছুই তো মোকাবেলা করে করে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন কী একটা অদৃশ্য শক্তি তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকব আর পার্লামেন্টের মেম্বার, আমাদের আওয়ামী লীগের পরিবারের একজন সংসদ তাকে হারিয়েছি, আর আমাদের কেবিনেট সদস্য একজন, তাকে হারালাম- আর সেখানে আমি যাব না! এটা তো হয় না।

অন্যদের মধ্যে বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের, মতিয়া চৌধুরী, মৃণাল কান্তি দাস, হাবিবে মিল্লাত, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির মুস্তফা লুৎফুল্লাহ শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রেইন স্ট্রোক করেছিলেন ৭২ বছর বয়সী নাসিম। ৯ দিন লাইফ সাপোর্টে থেকে শনিবার সকালে মারা যান বর্ষীয়ান এই রাজনীতিক। এই শোক না কাটতেই একই দিন রাতে বেইলি রোডের বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহ। তাকে ঢাকা সিএমএইচে নেয়ার পথে মৃত্যু হয়। সে সময় জানানো হয়েছিল, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর ‘হার্ট অ্যাটাক’ হয়েছিল। মৃত্যুর পর নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত ছিলেন।
যুগান্তর রিপোর্ট

করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকে ছাড়াল বাংলাদেশ

গত বছরের ডিসেম্বরের শেষদিকে করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হয়েছিল চীন থেকে। সেই দেশটি একে একে ১৮টি দেশের পেছনে পড়ে গেল। এবার আক্রান্তের সংখ্যায় তাদের পেছনে ফেলল বাংলাদেশও।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২ হাজার ৮৫৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। তাতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন।

চীনে মোট কোভিড-১৯ রোগী পাওয়া গেছিল ৮৪ হাজার ১৯১ জন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ১৩৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৩৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৬ হাজার ৬৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৮৫৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন। শনাক্তের হার ১৭ দশমিক ১৭ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩ জন ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৩৯জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ১৩ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রামে ১৩ জন, সিলেটে ২ জন, রাজশাহীতে ৪ জন, বরিশালে ৪ জন, রংপুরে একজন ও খুলনায় একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে২৭ ও বাসায় ১৪ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ৩ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

যে কারণে ইউরোপে আবারও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে করোনাভাইরাস!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের বিষাক্ত ছোবলে ইতোমধ্যে দিশেহারা বিশ্ববাসী। এর তাণ্ডবে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশ ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্স। বর্তমানে ভাইরাসটি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডব চালাচ্ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে।

তবে বর্তমানে ইউরোপের দেশ ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে এসেছে করোনাভাইরাস প্রকোপ।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার জেরে ইউরোপের অনেক দেশেও চলছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। এসব গণসমাবেশের কারণে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই অঞ্চলে করোনাভাইরাস মহামারী দ্বিতীয় ধাপে প্রকট হয়ে উঠতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।
ইউরোপের বড় বড় শহরগুলোতে যখন বিশাল জনসমাবেশ করে বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ চলছে তখনই করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে এমন উদ্বেগের পূর্বাভাস আসলো।

এমনকি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুই সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় ধাপের করোনাভাইরাস মহামারি শুরু হতে পারে।

গত ২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেপোলিসে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার গলায় হাঁটু চাপা দিয়ে নৃসংশভাবে হত্যা করে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডকে। মৃত্যুর সময় তার কথা ছিল- “আই কান্ট ব্রিথ”। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার এই স্লোগানে বিশ্বজুড়ে চলছে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন।

আর এই আন্দোলন করোনাভাইরাস থেকে মুক্তির পথে থাকা ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য কাল হতে পারে বলে ইউরোপের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিকেরা।

‘ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন’ এর প্রধান জোজেফ কেসেসিওগ্লু বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, “প্রত্যেককেই যখন একে অপরের কাছ থেকে দেড় মিটার দূরে থাকতে বলা হচ্ছে, ঠিক তখনই প্রত্যেকে একে অপরের পাশাপাশি অবস্থান করছে; একে অপরকে স্পর্শ করছে- এটা মোটেও ভালো ব্যাপার নয়।”

এর ফলে আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “হ্যাঁ, তবে আশা করব আমার এ কথা যেন ভুল প্রমাণিত হয়।”

২৭ সদস্য দেশের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অধিকাংশ দেশই এরই মধ্যে করোনাভাইরাস মহামারির সর্বোচ্চ মাত্রা পার করে আসার পথে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক।

আক্রান্তের বৈশ্বিক তালিকায় চতুর্থস্থানে আছে যুক্তরাজ্য, ২ লাখ ৯২ হাজার। এরপর আছে ইতালি, ২ লাখ ৩৫ হাজার; এরপর যথাক্রমে আছে ফ্রান্স (১ লাখ ৯২ হাজার) ও জার্মানি (১ লাখ ৮৫ হাজার)।

বিজ্ঞানীরা আগেই পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, ইউরোপে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ধাপের সংক্রমণ শুরু হতে পারে গ্রীষ্ম শেষে। কিন্তু বিক্ষোভের কারণে ব্যাপক জনসমাবেশের কারণে তা আরও আগেভাগে শুরু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইইউ’র স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মার্টিন সেশিল বলেন, “শ্বাস প্রশ্বাস জনিত যেকোনো রোগ ছড়ানোর অন্যতম উপায় হলো জনসমাগম।”

এ ব্যাপারে ব্রিটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক বলেছেন, “ছয়জনের বেশি মানুষের জমায়েতে লোকজনের অংশ নেওয়া উচিত নয়। সেটি যদি বিক্ষোভও হয় তাতেও না।” সূত্র-যুগান্তর

করোনা আক্রান্তে বিশ্বের

চতুর্থ ভারত

ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় প্রথমবারের মতো প্রায় ১১ হাজার লোক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে সেখানে নতুন ভাইরাসটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দুই লাখ ৯৭ হাজার ৫৩৫ জনে।

এভাবে আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে গেলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশটি।

বৈশ্বিক মহামারীতে সংক্রমণের দিক থেকে বিশ্বের চতুর্থ স্থানে চলে এসেছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও রাশিয়ার পরেই ভারতের অবস্থান।

এনডিটিভি খবর বলছে, ভারতে গত একদিনে ১০ হাজার ৯৫৬ জনের শরীরে ভাইরাসটি সংক্রমিত হয়েছে।

ভারতে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ৩৯৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশটিতে এখন বৈশ্বিক মহামারীতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে আট হাজার ৪৯৮ জনে পৌঁছেছে।

তালিকার তৃতীয় স্থানে থাকা রাশিয়াতে জ্ঞাত কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ এক হাজার ৮০০ জনে দাঁড়িয়েছে।

মে মাসের ২৪ তারিখ ভারত আক্রান্তের সংখ্যায় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে দশম স্থানে ছিল। পরের ১৮ দিনেই দেশটি চতুর্থ স্থানে উঠে এলো।

জানুয়ারির ৩০ তারিখ কেরালায় প্রথম রোগী শনাক্ত হলেও সংক্রমণ প্রতিরোধে ভারত মার্চের শেষ সপ্তাহেই দেশজুড়ে লকডাউন দিয়েছিল।

সেসময় দেশটিতে নতুন করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫০০র সামান্য বেশি; মৃত্যু হয়েছিল ১০ জনের।

আর সর্বশেষ সাতদিনে দেশটিতে প্রতিদিন ৯ হাজারের বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে।

ভারতে কোভিড-১৯ এ মোট মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকই হয়েছে মহারাষ্ট্রে; পশ্চিমাঞ্চলীয় এ রাজ্যটিতে আক্রান্তের সংখ্যাও এক লাখের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

এদিকে নয়াদিল্লির প্রধান জামে মসজিদ মুসল্লিদের নামাজ আদায়ে অল্প কয়েক দিনের জন্য খুলে দিলেও সেটি আবার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মসজিদটির ব্যবস্থাপনা কমিটি বলছে, ভাইরাস বিস্তারের আশঙ্কা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ধর্মীয় সমাবেশে জমায়েত হওয়ার বিধিনিষেধ শিথিল করার পর গত সোমবার জামা মসজিদটি খুলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার আবার সেটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সূত্র-যুগান্তর

দুই কোরিয়ার বিষয়ে নাক গলাবেন না: যুক্তরাষ্ট্রকে উ.কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের সব ধরনের হটলাইন বন্ধ করায় উত্তর কোরিয়ার কড়া সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর কড়া জবাব দিয়েছে উত্তর কোরিয়া।ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে দিয়ে উত্তর কোরিয়া বলেছে,যুক্তরাষ্ট্রের উচিত মুখ সামলে কথা বলা। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে নিরাপদ করতে চাইলে ওয়াশিংটনের উচিত আন্তকোরীয় ব্যাপারে নাক না গলিয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নজর দেয়া।

এ ব্যাপারে উত্তর কোরিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম কেসিএনএতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেশটির পররাষ্ট্র দফতরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিয়ন জং গুন বলেন,যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী আচরণের মনোভাব জঘন্য।

পররাষ্ট্র দফতরের যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগের প্রধান জানান, ওয়াশিংটনের উচিত তাদের মুখ সামলে কথা বলা এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সিঙ্গাপুরের বৈঠকের দুবছর পূর্তি হতে যখন মাত্র একদিন বাকি তখন ওয়াশিংটনকে এমন হুমকি দিল পিয়ংইয়ং।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার বৈরী সম্পর্ক বহুদিনের।এর আগে উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র কার্যক্রম থেকে সরিয়ে আনতে গত বছর হ্যানয়ে দ্বিতীয়বারের মতো উনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন ট্রাম্প। কিন্তু এসব বৈঠকের কোনো ফল হয়নি। বরং গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার ভারী অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পিয়ংইয়ং।

চলতি সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের সব অফিশিয়াল হটলাইন ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। প্রতিবেশী দেশটি থেকে নিজেদের অভ্যন্তরে পিয়ংইয়ং বিরোধী লিফলেট বিতরণের জের ধরে এ সিদ্ধান্ত নেয় উন প্রশাসন।

এই সিদ্ধান্তকে চরম হতাশাজনক উল্লেখ করে উত্তর কোরিয়ার সমালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র। সূত্র-যুগান্তর

ভারতের ভূখণ্ড দখল করে নিল চীন, অথচ মোদি নীরব: রাহুল

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের পর এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী।

রাহুলের দাবি, চীনা সেনা অনায়াসে ভারতের সীমান্তে ঢুকে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে। অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে নীরব।

বুধবার এক টুইটবার্তায় এমন দাবি করেন রাহুল।

তবে কংগ্রেস এমপি রাহুলের এইবক্তব্যেরবিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেননি মোদি।

এর আগে একই অভিযোগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে আক্রমণ করেছিলেন রাহুল।

গত রোববার বিহারে এক ভার্চুয়াল জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেন, ভারতের প্রতিরক্ষা নীতি এখন বিশ্বনন্দিত। গোটা

পৃথিবী এখন স্বীকার করে নেয় যে, আমেরিকা ও ইসরাইলের পর আর কোনো দেশ যদি নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করে থাকে, তাহলে সেটা হলো ভারত।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মির্জা গালিবের একটি উর্দু কবিতা টুইট করেন রাহুল। অমিতের উদ্দেশে কটাক্ষ করেন, গোটা দেশ জানে ভারতের সীমান্ত পরিস্থিতি কেমন। তবে আপনার এই ‘কল্পনা’ দেশবাসীকে খুশি রাখার ভালো পন্থা।

অমিত শাহের উদ্দেশে রাহুলের করা এই তির্যক মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তার সঙ্গেও টুইটারে বাদানুবাদ চলে রাহুলের। তবে এই ইস্যুতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রথমবার কাঠগড়ায় তুললেন রাহুল।

সম্প্রতি চীন-ভারতের মধ্যে দুই দফায় হাতাহাতি ও সংঘাতের পর গালওয়ান উপত্যকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিপুল সেনা মোতায়েন করে চীন। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারতও সেনা মোতায়েন করে যথাযথ জবাব দেয়ার হুমকি দেয়।

গত এক মাস ধরে চলা উত্তেজনার পর সীমান্তে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে দুই দেশের মধ্যে বৈঠক হয়।

ওই বৈঠক শেষে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় যে, ভারত ও চীন ‘বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে সীমান্তবর্তী পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে’ সম্মত হয়েছে।

তবে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডের অনেকটাই ভেতরে প্রবেশ করেছে। অথচ ভারত সরকার এই ইস্যুতে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী কারো মুখেই এই ইস্যু নিয়ে আক্রমণাত্মক সুর শোনা যায়নি। সরকারের এই নীরবতাকেই লাগাতার কাঠগড়ায় তুলে আসছেন রাহুল। তার অভিযোগ সীমান্ত নিয়ে সরকার নীরব থাকায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন দেশবাসী। সূত্র-যুগান্তর

‘করোনাভাইরাসের মতো আরও মহামারী দেখা দেবে’

বন ও প্রকৃতি ধ্বংসের কারণে মানবজাতির জন্য সামনে আরও খারাপ সময় অপেক্ষা করছে বলে দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা।

করোনাভাইরাসের মতো এমন আরও অনেক মহামারী দেখা দিতে পারে বলে হুশিয়ার করেছেন বিশেষজ্ঞরা। খবর বিবিসির।

যুক্তরাজ্যের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বন ধ্বংস এবং বন্যপ্রাণীর আবাসভূমিতে মানুষের ঢুকে পড়ার ফলে এখন ঘন ঘন এবং সহজেই প্রাণী থেকে মানুষে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তাতে বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে রোগ সংক্রমণ এবং তার পর তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার ‘নিখুঁত ব্যবস্থা’ করে রাখা আছে।

প্রাকৃতিক জগতে মানুষের অনুপ্রবেশ সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করছে। এ কথা বলছেন সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা- যারা কোথায় ও কীভাবে নতুন রোগের বিস্তার ঘটে তা নিয়ে গবেষণা করেন।

তাদের এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে তারা একটি পদ্ধতি তৈরি করেছেন, যাতে এসব রোগ বিস্তারে প্রক্রিয়ায় কী কী সাদৃশ্য দেখা যায় তা চিহ্নিত করা সম্ভব, যাকে বলে প্যাটার্ন রিকগনিশন।

কোনো বন্যপ্রাণী মানুষের জন্য সবচেযে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তা এ পদ্ধতিতে পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব।

যুক্তরাজ্যের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাথিউ বেলিস বলছেন, গত ২০ বছরে আমরা- সার্স, মার্স, ইবোলা, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সোয়াইন ফ্লুর মতো ছয়টি বড় বড় হুমকির সম্মুখীন হয়েছি।

তিনি বলেন, আমরা পাঁচটি বুলেট এড়াতে পেরেছি, কিন্তু ছয় নম্বরটার হাত থেকে বাঁচতে পারিনি।

সবচেয়ে বড় কথা– এটিই যে আমাদের সম্মুখীন হওয়া শেষ মহামারী, তা

মোটেও নয়। বন্যপ্রাণী থেকে মানবদেহে আসা রোগগুলোর দিকে আরও গভীরভাবে নজর দিতে হবে আমাদের।

এ পরীক্ষারই অংশ হিসেবে তিনি এবং তার সহযোগীরা এমন একটি প্যাটার্ন-রিকগনিশন পদ্ধতি তৈরি করেছেন, যার সাহায্যে আমরা বন্যপ্রাণী থেকে আসা যত রোগের কথা জানি তার সবগুলোর উপাত্ত অনুসন্ধান করে দেখা যাবে।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট বা পরজীবী এবং ভাইরাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

অধ্যাপক বেলিসের পদ্ধতি দিয়ে এই অণুজীবগুলো যেসব প্রজাতির প্রাণীকে সংক্রমিত করতে পারে, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সূত্রগুলো চিহ্নিত করা যাবে।

এই সূত্রগুলো দিয়ে আবার এটাও বোঝা যাবে যে কোন কোন অণুজীব মানুষের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

যদি এভাবে কোনো প্যাথোজেন, অর্থাৎ রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব চিহ্নিত হয়, তা হলে বিজ্ঞানীরা কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার আগেই তা ঠেকানোর উপায় উদ্ভাবনের গবেষণা চালাতে পারবেন।

অধ্যাপক বেলিস বলছেন, ঠিক কোন রোগ মহামারীর চেহারা নিতে পারে তার গবেষণা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, কিন্তু আমরা এই প্রথম পদক্ষেপটির ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছি।

বিজ্ঞানীরা একমত যে, বন ধ্বংস এবং বন্যপ্রাণীর আবাসভূমিতে মানুষের ঢুকে পড়ার ফলে এখন ঘন ঘন এবং সহজেই প্রাণী থেকে মানুষে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক কেট জোনস বলছেন, মানুষ যেভাবে ইকোসিস্টেমকে বদলে দিয়ে কৃষির জন্য বা বৃক্ষনিধন করছে, তাতে জীববৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে এবং মানুষের নানা সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।